উত্তম চর্চা (Best Practices)

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর উত্তম চর্চার তালিকা:

(১) অনলাইনে বিশ্লেষণ সেবা প্রদান:

সমস্যা: বিসিএসআইআর হতে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, আমদানী কারক ও শিল্পোদ্যোক্তারা আন্তর্তার্তিক মানের পন্য মান বিশ্লেষণ সেবা গ্রহন করে থাকে। এই সেবা গ্রহণের জন্য সেবাগ্রহীতাদের বেশ কয়েক বার অফিসে এসে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে কাজ সমাধান করতে হতো। ফলে তাদের অধিক সংখ্যক অফিস ভিজিটের প্রয়োজন হতো এবং অর্থ ও সময় ক্ষেপন হতো ।

সমাধান: সেবা গ্রহীতাদের পন্যমান বিশ্লেষণ সেবা প্রদানের জন্য এ্যানালাইটিক্যিাল সার্ভিস সেলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেবা গ্রহীতারা অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন করে তাদের নমুনা এ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিস সেলে জমা প্রদান করে এবং অনলাইনে রির্পোট পেয়ে থাকে।

ফলাফল: এরফলে সেবাগ্রহীতাদের কাঙ্খিত সেবাপ্রাপ্তি সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ হয়েছে।

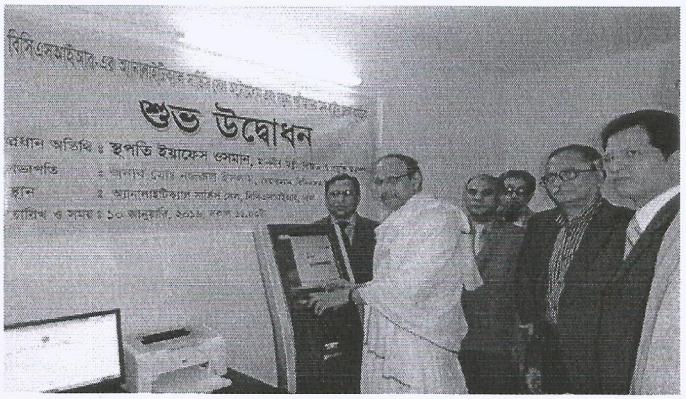

মাননীয় মন্ত্রি মহোদয় কর্তৃক এ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিস সেল উদ্বোধন

(২) ইনোভেশন গ্যালারী স্থাপন:

সমস্যা: বিসিএসআইআর কর্তৃক উদ্ভাবিত যাবতীয় পন্য, প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য জানতে সেবা গ্রহীতাদের অফিসে আসতে হতো এবং বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো।

সমাধান: বিসিএসআইআর এর উদ্ভাবিত পন্য, প্রযুক্তি ও পদ্ধতি গ্যালারী আকারে প্রদর্শনের জন্য একটি ইনোভেশন গ্যালারী প্রস্তুত করা হয়েছে ।

ফলাফল: ইনোভেশন গ্যালারি স্থাপনের ফলে একজায়গা থেকে বিসিএসআইআর এর উদ্ভাবিত পন্য, প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সেবা গ্রহীতারা সম্যক ধারনা অর্জন করতে পারে।

ইনোভেশন গ্যালারি , বিসিএসআইআর

(২) সেবা সহজীকরণ:

সমস্যা: বিসিএসআইআর হতে কি কি ধরনের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের জানতে অফিসে আসতে হতো এবং বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো।

সমাধান: বিসিএসআইআর এর সেবা সমূহ বিল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং ওয়েব সাইটে সেবা সম্পর্কিত তথ্য সমূহ হাল নাগাদ করা হয়েছে।

ফলাফল: বিসিএসআইআরে হতে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতারা ইচ্ছে করলে ঘরে বসে ওয়েবসাইট থেকে অথবা অফিসে প্রবেশ না করে বাইরে থেকে বিল বোর্ডের মাধ্যমে বিস্তারিত জানতে পারছে। ফলে তাদের সেবা ও তথ্য প্রাপ্তি দ্রুত ও সহজ হয়েছে।

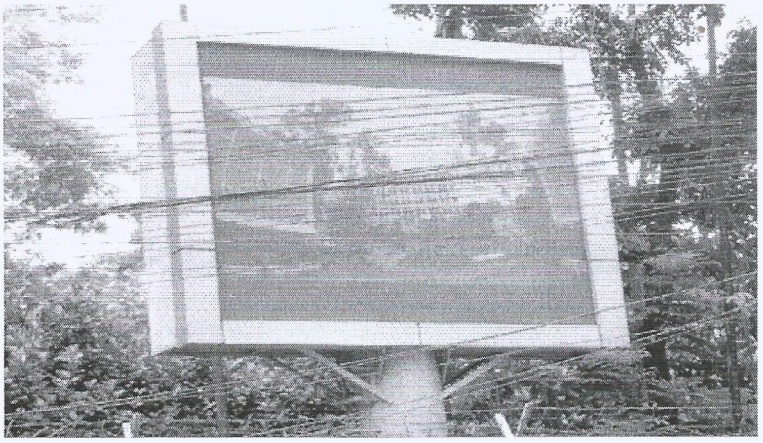

বিসিএসআইআর এর সেবা সমূহ বিল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শন

(৩) কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা:

সমস্যা: দাপ্তরিক কাজে অনুসৃত বিভিন্ন নীতীমালা, বিধি বিধান সম্পর্কে কর্মকর্তা, কর্মচারীদের স্বচ্ছ ধারনা না থাকায় কর্মক্ষেত্রে কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পদানে অধিক সময় লাগত এবং দক্ষতার অভাব বিরাজমান ছিল।

সমাধান: কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কম্পিউটার জ্ঞানে পারদর্শী, সরকারী বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আইন কানুন ও নীতিমালা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং যুগপোযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

ফলাফল: এর ফলে কর্মকর্তা কর্মচারীগন পূর্বের তুলনায় কম্পিউটারসহ অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর পারদর্শী হয়ে উঠেছে এবং দক্ষতার সাথে দ্রুততম সময়ে সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে।

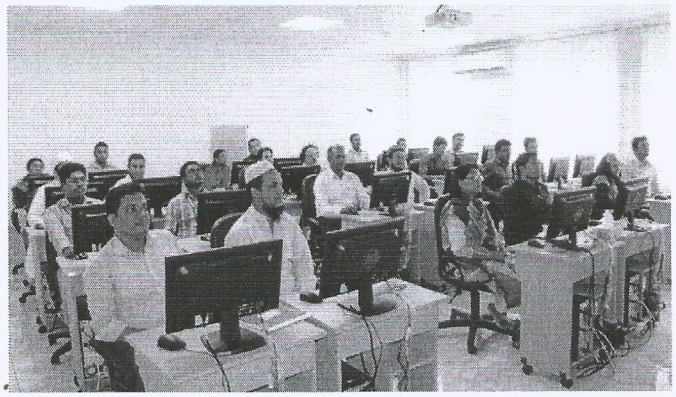

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, বিসিএসআইআর

৪) ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি প্রবর্তন:

সমস্যা: অফিস কালীন সময়ের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা অসম্ভব ছিল।

সমাধান: কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তা নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।

ফলাফল: এর ফলে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিদিষ্ট সময়ে অফিসে উপস্থিতি এবং প্রস্থানের সময় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

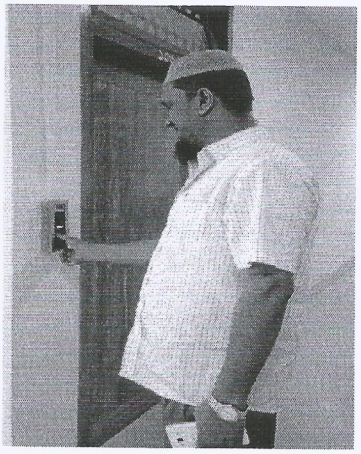

ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা প্রদাণ

(৫) ছুটি নগদায়নের অর্থ প্রদাণ:

সমস্যা: পিআরএল-এ গমনকারীদের ছুটি নগদায়নের অর্থের জন্য বার বার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করতে হতো।

সমাধান: ফেয়ারওয়েলের দিন পিআরএল-এ গমনকারীদের ছুটি নগদায়নের চেক প্রদাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলাফল: এরফলে অবসরভোগীদের ভোগান্তি ও অযথা সময়ক্ষেপন হ্রাস পেয়েছে এবং মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করেছে।

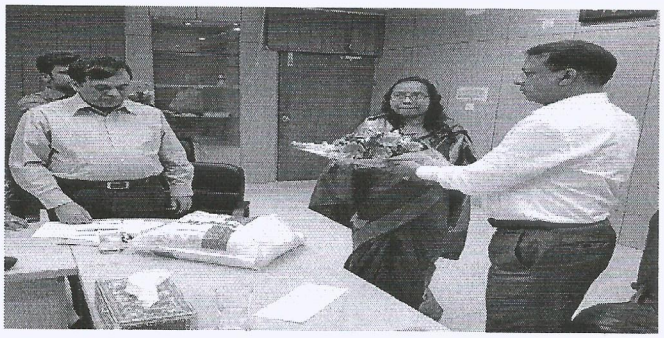

পিআরএল-এ গমনকারীরকে ছুটি নগদায়নের চেক প্রদাণ

(৬) ই-ফাইলিং ও ই-জিপি পদ্ধতি বাস্তবায়ন:

সমস্যা: দাপ্তরিক বিভিন্ন কার্যক্রম ও নথি ব্যবস্থাপনায় ধীর গতি ও টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ ছিল।

সমাধান: নথি ব্যবস্থাপনা ও টেন্ডারিং এর গতিশীলতা ও অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ বন্ধে ই-ফাইলিং ও ই-জিপি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলাফল: এর ফলে নথি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে এবং টেন্ডারিং এ অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

(৭) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উদ্দ্যোগ:

সমস্যা: অফিসিয়ালি অধিক বিদ্যুৎ বিল প্রদাণ করতে হতো।

সমাধান: প্রত্যেক দপ্তরে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি লাগানো হয়েছে। এছাড়া কক্ষে অনুপস্থিত কালীন সময়ে বাতি, ফ্যান, কম্পিউটার , এসি বন্ধ আছে কিনা দাপ্তরিক ভাবে তা পর্যবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলাফল: এর ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাই সচেতন হয়েছে এবং বিদ্যুৎ বিল অর্ধেকে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

২০/৮/১৮

মোঃ খলিলুর রহমান
সচিব (উপ-সচিব)
বিসিএসআইআর, ঢাকা।